যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালি : বরিশালে উচ্চ শিক্ষাবঞ্চিত হচ্ছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী

রাহাত খান, *বরিশাল ব্যুরো*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালির কারণে বরিশালের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত আসন বেঁধে দেয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গত ৩ বছর ধরে এ পরিস্থিতি চলতে থাকলেও অবস্থা পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ নেই কারও।

বরিশালের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হওয়ার আশায় পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তাদের অনেকেই ভর্তির সুযোগ পায় না। ফি-বছর সুযোগ না পাওয়া এ ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজারের বেশি। অথচ এর মধ্যে আরও অন্তত দেড় হাজার শিক্ষার্থীকে এখানে ভর্তি করে পাঠদান সম্ভব। বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছরই ভর্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোটা বেঁধে দিচ্ছে। এর বেশি ভর্তি করা হলে তারা রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না। গত বছর (২০০৪/০৫ শিক্ষাবর্ষে) ৩২৫০টি কোটার বিপরীতে প্রায় দেড়শ' ছাত্রছাত্রী বেশি ভর্তি করানো হয়েছিল ছাত্রনেতাদের চাপে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের রেজিস্ট্রেশন দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিএম কলেজ। একাধিকবার কলেজ অধ্যক্ষকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখাসহ ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন তখন জাবি'র ভিসিকে 'অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে ভুল হয়েছে, আর কখনও হবে না' মর্মে মুচলেকা দিয়ে প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন দেয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু ভিসি সেই অনুরোধ রক্ষা করেননি। ফলে দেড়শ' শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন থেকে মূল্যবান একটি বছর ঝরে যায়। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৩/০৪ শিক্ষাবর্ষেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ বিএম কলেজের শিক্ষকসংখ্যা এবং অবকাঠামোগত সুবিধার বিচারে এখানে খুব সহজেই আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বলাও হয়েছে। কিন্তু তারা নমনীয়তার পরিচয় দিচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন জানান, সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে আসনসংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। অবকাঠামো এবং শিক্ষক সুবিধা যে পর্যায়ে আছে তাতে আসনসংখ্যা বাড়ালে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বিএম কলেজের সদ্য সাবেক হওয়া উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মাকসুদা বেগম জানান, দীর্ঘ ৩০ বছরের চাকরি জীবনে বিএম কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পাসের হার, আগ্রহ অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি। গত বছর মাস্টার্স ফাইনালে বিএম কলেজের ১৬৮ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। এটা আশার কথা। এ অঞ্চলে বিএম কলেজ ছাড়া বড় কোন বিদ্যাপীঠ নেই। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়া এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিভাবক অসচ্ছল থাকার কারণে ঢাকা কিংবা দেশের অন্যান্য স্থানে গিয়ে পড়াশোনা করাও তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব। তাই সবকিছু বিবেচনা করে বিএম কলেজে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি কোটা বাড়ানো উচিত।

এদিকে আসন সঙ্কটের কারণে প্রতিবছরের মতো এবারও বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ২০০৫/০৬ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজের ১৭টি বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩২৫০টি আসন বেঁধে দিয়েছে। অথচ এ বছর প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি এবং জমা হয়েছে ৫৯৭০টি।

ভর্তি কমিটি সূত্রে জানা গেছে, মানবিক বিভাগে ১৪০০ আসনের বিপরীতে ২৫৬২টি, বিজ্ঞান বিভাগে ৯৫০ আসনের বিপরীতে ১৩৩৯ এবং বাণিজ্য বিভাগে ৩৫০ আসনের বিপরীতে সর্বাধিক ২০৭৪টি ভর্তি ফরম বিক্রি এবং জমা পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁধে দেয়া এই আসনের কারণে এ বছরও ২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হতে পারবে না। তার ওপর একই দিনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএম কলেজের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত হওয়ায় যারা এখানে ভর্তির সুযোগ পাবে না তাদের ভর্তির ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।